কোড নং: ঢাবি ৫৮, তেওতা জমিদার বাড়ি

অবস্থান :

মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলার তেওতা গ্রামে তেওতা জমিদার বাড়ি অবস্থিত । মানিকগঞ্জ জেলা সদর থেকে তেওতা জমিদার বাড়ির দূরত্ব প্রায় ১৫ কিমি এবং উপজেলা সদর থেকে দূরত্ব ১.৫০ কি মি।

তেওতা জমিদার বাড়ি

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলায় যমুনা নদীর তীরে তেওতা জমিদার বাড়ির কারুকার্যময় পাকা বাসভবন অবস্থিত। এই জমিদার বাড়িটি স্থানীয়ভাবে তেওতা রাজবাড়ি হিসেবেও পরিচিত। বাবু হেমশংকর রায় ও বাবু জয়শংকর রায় তেওতার জমিদার ছিলেন । উনিশ শতকের প্রথম দিকে এ জমিদারভবন প্রতিষ্ঠিত বলে জানা যায়। পাশাপাশি দুটি বিশাল আয়তনের জমিদারদের বিশাল অট্টালিকা ইটের ও লোহার কারুকার্য শতাধিক বছরের বহু অতীত স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় সমূহ উল্লেখ করার মতো। জমিদার বাড়িটি প্রধান তিনটি ভবন নিয়ে গঠিত। যদিও প্রতিটি ভবন পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। এ ছাড়াও ভবন গুলোর পাশে অন্যান্য ছোট আনুসঙ্গিক ইমারত রয়েছে। ভবনগুলি দ্বিতল বিশিষ্ট এবং প্রতিটি ভবনের মধ্যে আঙ্গিনা রয়েছে।বারান্দাসহ প্রতিটি ভবনে রয়েছে বহু ঘর। তেওতা জমিদার বাড়ি বিদ্রোহ কবি নজরুল ইসলামের পত্নী প্রমীলার জন্মস্থান বলে জানা যায় ।

জমিদার বাড়ির নিকটে যমুনা নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন মঠটির কলাকৌশল অনুসন্ধিৎসু দর্শকদের সপ্রশংসদৃষ্টি আকর্ষণ করে । এর গঠন কৌশল অনেকটা বৃন্দাবনধামের মঠ মন্দিরগুলোর সাথে তুলনীয়। লোহার পাতের সিড়ির বেয়ে মন্দিরটির দোতলা তেতলায় উঠে যাওয়া যায় এবং বিগ্রহকক্ষ প্রদক্ষিণের জন্য মন্দির মধ্যস্থিত বৃত্তাকার প্রদক্ষিণ পথটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরিচিতি নং: ঢাবি ৫৭, মাচাইন শাহী মসজিদ

অবস্থান:

মাচাইন শাহী জামে মসজিদ মানিকগঞ্জ জেলায় হরিরামপুর উপজেলাস্থ বান্সা ইউনিয়নের মাচাইন গ্রামে অবস্থিত। উপজেলা সদর থেকে মাচাইন শাহী মসজিদের দূরত্ব প্রায় ১৪ কিমি এবং জেলা সদর থেকে ২২ কিমি দূরত্ব।

মাচাইন শাহী মসজিদ

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

কিংবদন্তী অনুযায়ী সুফী সাধক হযরত শাহ রুস্তম নদীর চরে বাঁশের তৈরি মাচাতে বসে ইবাদত করতেন। এ সময় বাংলার সুলতান ছিলেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। হোসেন শাহের সৈন্যরা এখানে এসে তাঁকে এই অঞ্চলের নাম জিজ্ঞেস করে। হযরত শাহ রুস্তম সৈন্যদের কথা ঠিকমত বুঝতে না পেরে জবাব দেন মাচান। সৈন্যরা ভাবলো গ্রামটির নাম মাচান তখন থেকেই এ গ্রামের নাম মাচান থেকে মাচাইন নামে পরিচিতি লাভ করেন।

মসজিদের শিলালিপি অনুযায়ী ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বিখ্যাত সুলতান হোসেন শাহ এর রাজত্বকালে মাচাইন শাহী জামে মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। মসজিদের উত্তরে রুস্তম শাহ এর সমাধি রয়েছে। স্থানীয় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে উক্ত প্রাচীন মসজিদ ও সমাধি শ্রদ্ধার অংশে হিসেবে রয়ে গেছে।

আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত মাচাইন শাহী মসজিদ তিন গম্বুজ বিশিষ্ট। চার কোণায় চারটি অক্টগোনাল ট্যারেট রয়েছে। মসজিদের ভিতরের আয়তন ১০.০০ মি: দ্ধ ১৩.৬৫ মি। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব আছে এবং মাজারটি তুলনামুলক বড়। পূর্ব দেয়ালেও খিলানের মধ্যে তিনটি প্রবেশ পথ রয়েছে। এছাড়াও উত্তর দক্ষিণে একটি করে দুটি প্রবেশ পথ আছে। মসজিদের প্রতি দেয়ালে দুটি করে আছে।

পরিচিতি নং: ঢাবি.৫৬, বালিয়াটি প্রাসাদ ও জাদুঘর

অবস্থান:

মানিকগঞ্জ জেলা শহর থেকে ৮ কিমি উত্তর পুর্বে এবং ঢাকা থেকে ৬২ কিমি উত্তর-পশ্চিমে মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলাস্থ বালিয়াটি একটি গ্রাম এ গ্রামেই বালিয়াটি প্রাসাদ অবস্থিত।

বালিয়াটি প্রাসাদ ও জাদুঘর

ঐতিহাসিক পটভূমি ও বিবরণ:

বাংলাদেশে উপনিবেশ আমলে নির্মিত প্রাসাদ সমুহের মধ্যে বালিয়াটি প্রাসাদ অনন্য এবং অন্যতম। বালিয়াটি গ্রামের নাম থেকে ‘বালিয়াটি প্রাসাদ’ নামকরন হয়ে থাকতে পারে। বালিয়াটি চৌধুরী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা আঠার শতকের শেষ দিকে লবনের ব্যবসা করতেন। তাঁর চার জন আতÁজ ছিল। তাঁদের নাম দধি রাম, আনন্দ রাম, প-িত রাম ও গোলাপ রাম। দধি রামের দুজন আতÁজ ছিল। তাঁদের উত্তরসূরিরা পূর্ববাড়ি ও পশ্চিমবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেছিল। একইভাবে প-িত রামের আতÁজরা মধ্যবাড়ি এবং গোলাপ রামের আতÁজরা উত্তরপশ্চিমে বাড়ি নির্মাণ করেছিল। দশানি বাড়ির একজন সদস্যের নাম জগন্নাথ রায় চৌধুরী। তাঁর চার পুত্র হলেন কানাই লাল, কিশোরী লাল, যশোদা লাল ও হীরা লাল। কিশোরী লালের অন্যতম কীর্তি শহর ঢাকার কে.এল.জুবিলী স্কুল। ’জগন্নাথ স্কুল’ বর্তমান বিশ্ববিদ্যলয়’ এবং জগন্নাথ হলও তাদেরই কীর্তি। আর গোলাপ বাড়িটি এযমালি যৌথ ভা-ার গণ্য হত। ধীরে ধীরে দধিরামের উত্তরসূরিগণ ব্যবসায় প্রচুর লাভবান হয়ে এত বিপুল পরিমাণ ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন যে, সবাই তাদের জমিদার ও রাজা গণ্য করত। আর এরই ফলশ্রুতিতে তাঁরা সাহা পদবি ছেড়ে চৌধুরী পদবি ব্যবহার করতেন।

প্রাসাদের ইমারতগুলি ২০ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। একটি ইমারত বর্তমানে জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ জাদুঘরটি ১ ডিসেম্বর ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত জাদুঘরে জমিদার পরিবারে ব্যবহৃত সৌখিন আসবাবপত্র, শ্বেত পাথরের ভাস্কার্য, বেলজিয়াম আয়না, শ্বেত পাথরের টেবিল, লোহার এবং কাঠের সিন্দুক ইত্যাদি প্রদর্শিত হচ্ছে।